তনুশ্রী পাল

এই আশ্চর্য সুন্দর গ্রহটিতে সম্পর্কের হাত ধরেই চলে আসা। নবজাতকের ইচ্ছে বা অনিচ্ছের কোনও গল্প এখানে মোটে নেই। মাতৃগর্ভের ওম আর শুশ্রূষাপর্বের নির্দিষ্ট সময়কাল পেরিয়ে যে মুহূর্তে এসে পড়া গেল শতবর্ণ রঙিন রূপ স্বাদ গন্ধময়, ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমের এই মরজগতে, শুরু হল শতেক সম্পর্কের সিলসিলা। তখন অর্থময় ভাষা ফোটেনি মুখে, মায়ের গায়ের গন্ধে আর স্পর্শে চিনে নেওয়া পরম নিশ্চিন্তির বলয়টি।

ক্রমে পরিচয়ের সীমানা বাড়ল। পঞ্চইন্দ্রিয়ের সেতু বেয়ে বাইরের দুনিয়া এল কাছে, হাতে ধরিয়ে দিল তার প্রতিদিনের রুটিন, জাগিয়ে দিল হৃদমাঝারে অনুভবের অনন্য জগৎ। রক্তের সম্পর্ক ছাড়াও আরও কত কত গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া। ভাষার সঙ্গে, হাজার গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত মাথার ওপরের ওই রহস্যময় নীল চাঁদোয়ার সঙ্গে, ওই নদী–মাঠ–সমুদ্র–পাহাড়–বন–পশু–পাখি–ফুল–সুর–সংগীত–ধুলো–মাটি আরও কত কত সম্পর্ক। ক্ষুদ্র এই আমিটির চারপাশে জন্মসূত্রে যা পেয়েছিলাম সবার সঙ্গে সব কিছুর সঙ্গেই সম্পর্কের অদৃশ্য বাঁধন। শতেক শিকড়–বাকড়ে জড়িয়ে থাকা আজীবন। যারা চলে যায় আগে আগে তারাও ছায়ানদী হয়ে বয়ে যেতে থাকে সারাটি জীবন। এটাই সত্যি। হাত ছাড়িয়ে, মন ছাড়িয়ে এমনকি এই দুনিয়া ছেড়ে গেলেও কোথাও না কোথাও তারা জেগেই থাকে আত্মার গভীরে।

যে কথা বলছিলাম, জীবন আসলে শতেক শিকড়বাকড়ে আঁকড়ে ধরা আগলে রাখার নিরন্তর প্রবহমান স্রোতধারা। যে মানুষ বঞ্চিত এ হেন সিঞ্চন থেকে সে অভাগাই, স্নেহবঞ্চিত মন বুঝি তার শুকিয়েই রইল। ভাগ্যবান আমি, অবুঝ শৈশবেই পরিচয় ঘটল সেই বিশেষের সঙ্গে। কোল পেতে রাখা স্বভাব ছিল তার, প্রথমদিনই সে কোলে আশ্রয় নিলাম বিনা সংকোচে। বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করেছি। বাড়ির বাইরে অপরিচিতর জগতে সেই তো প্রথম পা রাখা। তার স্নেহে সিক্ত আদর, মায়াময় উপস্থিতি, তার শরীর নিঃসৃত সুগন্ধি হাওয়া টেনে নিল কাছে। কেমন ছুঁয়ে দিল আপাদমস্তক, আর যেন ম্যাজিক। নতুন জায়গা, অপরিচয়ের সংকোচ নিরাপত্তাহীনতার ভয় সব মুহূর্তেই উধাও। সে সব অনুভব স্পষ্ট করে বোঝার বয়স সেটা নয়। তবু কেমন এক অনুচ্চার্য ভালো লাগার আনন্দ, তার রেশটুকু এখনও তেমনই, এতটুকু মরচে পড়েনি তাতে। তার প্রতি যে টান তৈরি হয়েছিল চেতন অবচেতনের সীমানা পেরিয়ে মনের গভীর কোনও প্রান্তদেশে সে টান এখনও তেমনই। সেও নিশ্চয়ই ঠিক এমনভাবেই গ্রহণ করেছিল আমায়। তা নইলে আকস্মিক তার চলে যাওয়ার কালে কীভাবে হাজির হলাম সেখানে? কেউ তো কোনও খবর দেয়নি। সে কি শেষ দেখা দেখতে চেয়েছিল? জানি না, এ কথার উত্তর হয় না।

দিন কাটতে থাকল দিনের মতো বড় হতে থাকলাম, আর সম্পর্ক তার সঙ্গে গভীরতর হতে থাকল। সে তার পর্যাপ্ত রাজকীয় সৌন্দর্য নিয়ে জেগে রইল যাপনের রোদ–ঝড়–বৃষ্টি–কুয়াশা মাথায় করে। তাকে দেখে দেখে আমিও বুঝি জীবনের পাঠ শিখতে থাকি। দূরে গেলে তার জন্যে মায়া, দেখতে পাওয়ার ব্যাকুলতা। কাছাকাছি থাকলে দুপুরে, বিকেলে, সন্ধেয় একবার না একবার যেতেই হবে তার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আরাম খেতেই হবে। গল্পের বই হাতে, চুরি করা আচার হাতে তার কাছে গিয়ে বসার মধ্যে কী এক রোমাঞ্চ। তার কোল ঘেঁষে বসার জন্য বন্ধুদের মধ্যে মারপিট, কম্পিটিশন। বড় হতে হতে তার ওপর নির্ভরতা বাড়ল, অধিকারবোধও। হঠাৎ একদিন খেয়াল হল, কবে যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে কাউকে যে কথা বলি না, বলতে পারি না সেসব তাকেই বলে আসি চুপিচুপি। পরীক্ষা খারাপ হলে, মন খারাপ হলে, দুঃখ পেলে আবার ভালো লাগার কথা, মন কেমনের কথা সব সে জানে। চুপ করে শোনে, তার শান্ত মমতাময় ছোঁয়া গভীর আশ্বাস হয়ে জেগে থাকে বোধের ভেতর।

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আনন্দপর্ব শেষ হল যথানিয়মে। বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে এবার অন্য লড়াই। একটা চাকরির খোঁজ, নানান হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড়াই। তবু আমার সেই বিশেষের শিক্ষা যেন চালিকা শক্তি হয়ে পাশে পাশে চলে। মন কেমনের বিষাদে, ইন্টারভিউয়ের চিঠি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর হাতে আসা, আরও আরও কত অসাফল্য আর ব্যর্থতার পর্বে তারই বুকের পাশটিতে বসে দু'ফোঁটা জল গড়িয়েছে চোখ বেয়ে। আশ্চর্য তারই চোখের সামনে প্রথম চাকরি, তিনমাসের ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে। শৈশবের প্রিয় সখার কানে কানে বলি, 'আজ বড্ড আনন্দ হচ্ছে গো'। সে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে আদর করে। তারপর আরও ব্যস্ততা আরও খোঁজ, পার্মানেন্ট চাকরি হল খানিক দূরে। গ্রামের বাড়ি থেকে যাতায়াতের অসুবিধে, সে সময় গুটিকয়েক বাস চলে সে রুটে। সুতরাং গ্রামের বাড়ি ছেড়ে ময়নাগুড়ি, সেখানে বাড়ি কিনলেন বাবা। শুরু হল নিত্যযাত্রীর জীবন, স্কুল নিয়ে ব্যস্ততা ক্রমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ কমে এল। খানিক বিস্মৃতই হলাম বুঝি।

দিন কাটতে থাকল দিনের মতো বড় হতে থাকলাম, আর সম্পর্ক তার সঙ্গে গভীরতর হতে থাকল। সে তার পর্যাপ্ত রাজকীয় সৌন্দর্য নিয়ে জেগে রইল যাপনের রোদ–ঝড়–বৃষ্টি–কুয়াশা মাথায় করে। তাকে দেখে দেখে আমিও বুঝি জীবনের পাঠ শিখতে থাকি। দূরে গেলে তার জন্যে মায়া, দেখতে পাওয়ার ব্যাকুলতা। কাছাকাছি থাকলে দুপুরে, বিকেলে, সন্ধেয় একবার না একবার যেতেই হবে তার গায়ে হেলান দিয়ে বসে আরাম খেতেই হবে

তবে সে আমায় ভোলেনি তার প্রমাণ পেলাম। বিয়ের পর প্রথম গ্রামের বাড়ি গিয়েই কী এক অদৃশ্য টান আর কেমন এক অস্থিরতা বুকের ভেতর। কাউকে কিছু না বলেই ছুটলাম স্কুলমাঠের দিকে। এ কী দেখছি আমি? খাঁ খাঁ করছে মাঠ, সে তো নেই! আমার আবাল্য পরিচিত আত্মার আত্মীয় স্কুলমাঠের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল সে বটগাছটা আর নেই। কাছে গিয়ে দেখি, ধারালো করাতের আঘাতে খণ্ড–বিখণ্ড তার শরীর সারা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে। পা দু'টো অবশ হয়ে আসে তার খণ্ড শরীরে মাথা রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ি। দু'চোখ উপচে জল গড়ায় আপনাআপনি। তার শরীরে হাত বোলাই।

অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গিয়েছে তারপর। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে অনুভব করি তার অপার ক্ষমতা, এতগুলো বছর পেরিয়েও খুব বিষণ্ণতা বা মনখারাপের সময়ে সে কী ভাবে যেন ঠিক বুকের পাশটিতে আশ্বাস হয়ে এসে দাঁড়ায়। তার অপরূপ ছায়া মাখা মায়াময় রূপ তেমনই প্রখর তেমনই উজ্জ্বল।

কবিতা

সুরের তানে স্বরগুলো টুংটাং করে নাচুক

বসন্ত
নব্যেন্দু দাশ

সমুদ্রমন্থন তোর মনে পড়ে
কতকাল ছুঁইনি কেউ কাউকে
অথচ প্রবাহের আমরা দু'জন যাত্রী।
সরলরেখা তোর মনে আছে
একটা বৃত্ত দেখে তুই বলেছিলি
আমরা কখনও সম্পর্কের পরিধি
আঁটব না
তিনটি বাহু সমান রেখে
চেয়েছিলি ত্রিভুজ হতে
কিন্তু
ব্যবধানে প্রতীক্ষায় যুগপ্রহরী আমি
হয়ে জন্মালাম কৃষ্ণচূড়া
আর তুই স্বর্ণলতা।

মনের কথা
তাপস মহাপাত্র

কত কথা দিয়েছিলে, এখন সে সবই
নামগন্ধহীন, দাঁতের আঘাতে লেগে আছে
আমিষ গন্ধ, ক্ষীণ।
যে শাড়ি শুকাত দুপুরের ছাদে, তার ছায়া
মাঝেমাঝে কাঁদে। চাইলেও পাই না খুঁজে,
কী জানি হয়তো আছে – আঁধারে মসৃণ!
রাত ডাকে কোকিলের মতো, সান্ত্বনা তাই
যদি থাকে সুর তাহলে কী আর অত
থাক কিছু ঋণ।
যথার্থ শিল্পী হলে পেতে পারি কাঙ্ক্ষিত দিন।

পাখির ভাষায় কথা বলা
বিকাশ দাস

পাখির ভাষায় কথা বলো, কথারা কত শান্ত!
পরাবাস্তব–এর স্ফটিক দোলনা থেকে
কম্পন খেলে যায় হৃদয়ে
সুরের তানে স্বরগুলো টুংটাং করে নাচুক
আজন্ম পাখি হওয়ার ইচ্ছে, ইচ্ছেই রয়ে
গেল...
একাত্তর নাম্বার সেলের কয়েদিই হয়ে কাটিয়ে
দেওয়া :
বেবাক সময়
পাখির ভাষায় কথা বলা হল না আর!

বসন্ত হৃদয়ে, বসন্ত কুঁড়িতে ও কুসুমে
মানবেন্দ্র দাস

আমার বসন্ত লেগে থাকে পলাশ–মাদার ও কৃষ্ণচূড়া ফুলে
মে–দিবসের পতাকার মতো তারা উড়তে থাকে
অসংখ্য হৃদয়ে, নাগরিক রাজপথে।
আমার বসন্ত এক প্রতিবাদমুখর অভিব্যক্তি
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া
একটি মুষ্টিবদ্ধ হাত
যার উন্মিলনে, উত্তোলনে অনন্ত যৌবন জাগ্রত হয়
সহস্র হৃদয়ে, চলমান জনস্রোতে
শতসহস্র কুঁড়িতে ও কুসুমে ...
আমার বসন্ত লেগে থাকে পলাশ–মাদার ও কৃষ্ণচূড়া ফুলে
আমি যেন ছোট্ট বালক, লুকিয়ে থাকি লোমশ বৃক্ষের আড়ালে
তবু দৃষ্টি যেন চলে যায়, শিরীষ গাছের ডাল–পাতার
ফাঁক–ফোকর দিয়ে সুদূরে অসীমে
ফুটন্ত যৌবনের দিকে...
কারণ, মানুষের দু'টো চোখ আর একটি হৃদয়ে যে
কোনও বাধা মানেনি কোনও দিন।

বসন্ত এসে গেছে
নির্মল কুমার সাহা

তোমার সাথে আলাপনে
সময় মোমের মতো গলে পড়ত
দীর্ঘ অবসাদের পর,
বসন্ত বাষ্প স্বেদবিন্দু হয়ে জানালার
ভাঁজে আটকে আছে।
সম্পর্ক ফসিল হওয়ার আগে
তুমি একবার রৌদ্রের গন্ধ মেখে
এসে বলো, বসন্ত এসে গেছে।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক